13 FEB 07

কলেজ শিক্ষক সম্মেলনে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে হৈচৈ বিশৃংখলা

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সভাপতি করে পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস)। শনিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠনের জাতীয় সম্মেলনে শিক্ষক নেতারা এ দাবি জানান। সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সময় শিক্ষকরা হৈচৈ করে দাবি-দাওয়া জানাতে থাকলে এক বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পাশাপাশি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি, গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারি কলেজ সরকারি করা, কোন নীতিমালার ভিত্তিতে কলেজ জাতীয়করণ করা হলো? তা প্রকাশসহ আরও কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা।

শিক্ষকদের কমিটির সভাপতি করার দাবি

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যখন দেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বক্তৃতা করছিলেন, তখন পেছন থেকে কিছু শিক্ষক দাঁড়িয়ে হৈচৈ শুরু করেন। একযোগে সবাই দাবি জানাতে থাকলে সম্মেলন কক্ষে বিশৃংখলা দেখা দেয়। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলে শিক্ষামন্ত্রী দাঁড়িয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার। আমি আপনাদের শিক্ষকদের কর্মী। আপনাদের সরকারের উন্নয়নের কথা বলা হয়, যাতে শিক্ষার্থীদের তা শোনাতে পারেন। কিন্তু সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরলে হই-হুল্লোড় শুরু করেন। এভাবে হই-হুল্লোড় করে কখনও দাবি আদায় করা যায় না। আজ অনেক কষ্ট পেলাম এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বেতনভাতা ১২৩ গুণ বাড়িয়েছে। সংসদে যখন শিক্ষকদের কোনো বিল উত্থাপন হয়, তখন আমি যৌক্তিকতার কথা বলি। তখন সংসদে আমার বিভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রী বলেন, আমি নাকি সংসদে বিরোধী দল। যাদের জন্য কষ্ট করি আজ তারাই সরকারের উন্নয়নের কথা শুনতে চান না।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত আকারে দেয়া দাবি নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। তবে তিনি ইচ্ছা করলেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তিনি শিক্ষকদের গুণগত মান বাড়ানো ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের আগে শিক্ষক নেতারা বক্তৃতা করেন। বিশেষ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, মন্ত্রণালয় যদি নীতিমালা করেও থাকে, সেটাও শিক্ষকদের জানার অধিকার আছে। কলেজের গভর্নিং বডিতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের চাই না। শিক্ষকরা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করবেন না। শিক্ষকদের মর্যাদার প্রশ্নে কোনো আপস নয়।

সম্মেলনের পর শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সময় শিক্ষকদের হৈচৈ নিয়ে প্রশ্ন করলে শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষকরা তাদের দাবি-দাওয়া এবং উন্নয়নে করণীয় শুনতে চেয়েছেন। এজন্য হয়তো তারা কথা বলেছেন।

বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের অংশ হিসেবে সরকার পাঁচ শতাধিক কলেজ সরকারি করেছে। এসব কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত করা নিয়ে বিসিএস শিক্ষা -সমিতি তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। শনিবারের সম্মেলনে এ ব্যাপারে সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশে বলেন, সংযত হয়ে কথা বলবেন। না হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও কথা বলা শুরু হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নুরুন নবী সিদ্দিকী, শিক্ষক নেতা আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব অধ্যক্ষ ফয়েজ হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি যোগ দেন।

নতুন কমিটি : দ্বিতীয়পর্বে অধ্যক্ষ আসাদুল হক পুনরায় সভাপতি ও অধ্যক্ষ ফয়েজ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়।